জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই চৈত্র বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 24th Mar. 1954 | ৪৩শ সংখ্যা

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চলতি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৫৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই চৈত্র বুধবার সন ১৩৬০ সাল

উৎসবের উৎপাত

—•—

দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপরাজ নন্দের গৃহে অবস্থানকালে রাখাল সখাগণ, শ্রীরাধা ও তদীয়া সখিগণসহ ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন আবীর, কুঙ্কুম, সুবাসিত জলে লালবর্ণের রঙ মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। শ্রীমতীসহ শ্রীকৃষ্ণ দোলমঞ্চে দোদুল্যমান অবস্থায় সখা ও সখিগণ যুগল-অঙ্গে আবীর কুঙ্কুমাদি উপকরণ অর্পণ করতঃ নিজেরা ধন্য হইতেন। ভগবান কৃষ্ণের এই লীলা উৎসব আজিও দোলযাত্রা পর্ব্ব বলিয়া হিন্দুগণ কর্ত্তৃক প্রতি-পালিত হইতেছে।

ভগবান মহাপ্রভু ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। আজ তাঁহার তিরোভাব মাত্র ৪২১ বৎসর হইয়াছে। এরই মধ্যে তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম কত বিকৃত হইয়াছে! তাঁহার লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপ ন্যাড়ানেড়ীর আখড়ায় ভরিয়া গিয়াছে। যিনি বিনামূল্যে জীবকে হরিনাম বিতরণ করিয়া-ছেন, তাঁহার বিগ্রহ দর্শনেচ্ছু অর্থহীন ভক্ত বিনা ভেটে অর্থাৎ বিনামূল্যে তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিতে পায় না।

দোল উৎসব যত নিকটবর্ত্তী হয় ততই লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এ বৎসর আমাদের জঙ্গিপুরের কতিপয় বিদ্যার্থী সংবাদপত্রে কাতর ভাষায় হিন্দু সাধারণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন —যেন উৎসব উৎসবই থাকে, ভীতিজনক নোংরামিতে পরিণত না হয়।

ফলে তাঁহাদের প্রার্থনা এমনভাবে পূরণ করা হইয়াছে যে এ বৎসরের উৎসবের নিদর্শন পর বৎসর পর্য্যন্ত এবং এমন কি তাহার পরেও দৃষ্টিগোচর হইবে। অনেক নিরীহ জনক জননী অন্তরে এমন নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছেন, যে তাহা আজীবন স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিবেন না। কোন কোন দুর্ভাগ্য পিতামাতার অগোচরে তাঁহাদের রঙ্গোন্মত্ত গুণধর সন্তানগণ নিরীহ গৃহস্থের গৃহদ্বার বন্ধ দেখিয়া তাহার সদ্য-চুণকাম করা দেওয়ালগুলিকে কদর্য্য ময়লা রঙে বিকৃত করিয়া বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা পূর্ণ করিতে মুক্ত-হস্ত হইয়া উৎসবের উৎপাত বর্দ্ধিত করিতে পশ্চাৎ-পদ হয় নাই।

ঔষধালয়ের, ব্যবসাদারের দোকানের অনেক সাইন বোর্ডের লিখিত অক্ষরগুলি যাহাতে অপাঠ্য বা দুষ্পাঠ্য হয় সেই উদ্দেশ্যে কদর্য্যভাবে রঙ বা গোবর-কাদা মাখাইয়া দিয়া উৎসবের আনন্দ উপ-ভোগ করিতে ছাড়ে নাই। বাড়ীর প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া উৎসব-ভীত গৃহস্থ বাটীর ভিতরে উঠানে ভিজা কাপড় শুকাইতে দিয়াছে, হঠাৎ দেখিল প্রাচীরের উপর দিয়া পিচকারী নিঃসৃত লাল রঙ সব কাপড়গুলি লাল করিয়া দিয়াছে। বাড়ীর কর্ত্তা স্থানান্তরে গিয়াছেন, গৃহিণী ও কন্যারা দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে অবস্থান করিতেছেন। কতকগুলি রঙ-গোবর-কাদা মাখা উৎসব-মত্ত তরুণ আসিয়া বলিল—"আপনার কন্যা আমাদের সঙ্গে পড়ে, তাকে ডেকে দিন, আমরা তার গায়ে রঙ দিব।" মাতা স্তম্ভিতা হইয়া বলিলেন—"এ কথা বলতে তোমাদের সাহস হলো?" উৎসবোন্মত্তেরা শাসাইল—বেশ, সোমবার সে যখন বিদ্যালয়ে যাবে—দেখে নেব।" পরদিন ভোরে উঠিয়া গৃহকর্ত্রী দেখিলেন—বিষ্ঠা গুলিয়া তাঁহার জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢালিয়া দিয়া কে বা কাহারা তাঁহাদের উৎসব চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে।

এক মুঠো অন্নের কাঙাল মুটে মোট বহিবার কাজের আশায় বাজারে বসিয়া আছে, জনৈক উৎসবানন্দ ভক্ত একটা হাঁড়িতে গোবর, নর্দ্দমার পাঁক, কাদা ইত্যাদি মিশ্রিত উপাদেয় বস্তু পূর্ণ করিয়া, নূতন শালপাতা দিয়া হাঁড়ির মুখ বাঁধিয়া, মুটের হাতে একটি আনি বা দু-আনি দিয়া বলিলেন —"এই মিষ্টির হাঁড়িটি ঐ (আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া) বাড়ীতে দিয়ে এসো। ওখানেও বখশিস পাবে।" গরীব আনন্দে হাঁড়িটি মাথায় লইয়া দু'চার পা এগিয়ে যেতেই একজন উৎসবামোদী ভক্ত তাহার মাথার হাঁড়ির উপর লাঠির আঘাত করিবামাত্র ভক্ত বাবুর কথিত মিষ্টান্ন ঘৃণিত বস্তুতে পরিণত হইয়া বেচারী কাঙালের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিল। এই সব ব্যাপারকে উৎসবের উৎপাত ছাড়া আর কি বলা যায়! ভগবান যুগে যুগে দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হন। বৎসর বৎসর এই সব পুণ্যার্থীরা যে পুণ্য অর্জ্জন করেন তাহা বোধ হয় তাঁর অনুমোদিত।

—•—

বাধ্যতামূলক কৃষ্ণলীলাভিনয়

—•—

বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা তখন এক লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীনে ছিল। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরকে ছোট লাট বলিত। ছোট লাট সার্ এসলী ইডেন জঙ্গিপুর মহকুমার শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইত জমিদার ছিলেন স্বর্গত বিজয়গোবিন্দ বড়াল মহাশয়। তাঁহার ঘোড়শালা মহালে এক আখড়াধারী বাবাজী ছিলেন। তাঁহার আখড়ায় হরিবাসরের ব্যবস্থ ছিল। নানা স্থান হইতে বৈষ্ণবীগণ সেখানে আগ-মন করিতেন। গৃহস্থ লোকে তাহাদের মাতাজী বলিত। বাবাজী কৃষ্ণলীলার কথকতা করিতে করিতে ইঁহাদের লইয়া রাসলীলা, বস্ত্রহরণ প্রভৃতি ভগবল্লীলা গভীর রাত্রে অভিনয় করিয়া দেখাইতেন। জমিদার বিজয়গোবিন্দ বাবু এই সংবাদ পাইয়া কথকতা শুনিবার জন্য বাবাজীকে নিজের বাগান বাড়ীর কামরায় আমন্ত্রণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলা বর্ণন করিতে বলিলেন। বাবাজীর কথকতার পর বিজয়গোবিন্দ বাবু একখানি প্রকাণ্ড পাথর আনাইয়া বলিলেন—বাবাজী যেমন রাসলীলা, বস্ত্রহরণ দেখান তেমনি বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে না পারেন, এই সামান্য প্রস্তরখণ্ড বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন। কে আছিস্ এঁর বুকে এই পাথরখানা চাপিয়ে দে। ঘরে বড় একটা কেউটে সাপ রেখেছি। কাল কালীয়দমন দেখাতে হবে। বাবাজী সেই যে কাঁদাকাটা করিয়া বিদায় হইলেন, আর এদেশে ফিরেন নাই।

—•—

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেকার

যাত্রাভিনয়

—০—

এখন যে সব যাত্রার দল কলিকাতা হইতে মফস্বলে অভিনয় করিতে আসে, তাহাদের নাম আর যাত্রা সম্প্রদায় নাই—এখন কোনটির নাম "থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি" কোনটির নাম "অপেরা যাত্রা পার্টি"। এই সব দলের অভিনয়ও থিয়েটারের অনুকৃতি। তখনকার যাত্রার দলে প্রোগ্রামও ছিল না। কি পালা গান হইবে, তাহা বোঝা যাইত জুড়িদের প্রথম প্রস্তাবনা সঙ্গীত শুনিয়া। প্রাপ্ত-বয়স্ক গায়কগণ যাহারা সেকালের উকীল, মোক্তার বাবুদের মত চোগা চাপকান পরিয়া আসরে গান গাইত তাহাদের বলিত জুড়ি, আর বালকগণ যাহারা অনেকে নানা বর্ণের ছিটের পোষাক পরিয়া গান গাইত তাহাদের বলা হইত ছোকরা। আসরে অভিনেতাগণ যে বক্তৃতা করিত জুড়ি ও ছোকরা তাহাদের সেই বক্তৃতার সারাংশ গানে ব্যক্ত করিত। মনে করুন "শ্রীমন্তের মশান বা কমলে কামিনী" অভিনয় হইবে। যাত্রাওয়ালা জুড়ির মুখে প্রস্তাবনা সঙ্গীতেই বুঝাইয়া দিত যে এই পালা গান তাহারা গাইবে।

জুড়ির প্রস্তাবনা সঙ্গীত

(মন) একান্ত অন্তরে কর শ্রীদুর্গা স্মরণ,
হবে দুর্গমে দুর্গা নামে দুর্গতি হরণ,
যাবে যাতায়াত যম-যন্ত্রণা জনম-মরণ।
জপে দুর্গা নাম একান্তরে,
যদি না দুর্গমে তরে,
শ্রীমন্ত ত্রাণ পায় কি তবে মশান প্রান্তরে—
শোন শ্রীমন্তের মশান বৃত্তান্ত শুদ্ধ অন্তরে—
হবে অন্তে অন্ত একান্তরে দুরন্ত শমন।

(কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত—মা! মা!

খুল্লনা (শ্রীমন্তের মা)—বাছা আমার! চোখে জল কেন বাপ্! কেউ মেরেছে না কিছু বলেছে?

শ্রীমন্ত—যা বলেছে, তা তোমার সামনে বল্‌তে পারবো না মা! আমার বাবা কোথা বল মা! তাঁর নাম কি?

খুল্লনা—বাপ্‌রে! আমায় যে তাঁর নাম বল্‌তে নাই। তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমকেশরীর আদেশে সিংহলে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। আজও তাঁর কোন সংবাদ পাইনি। জানিনা, দুখিনীর অদৃষ্টে কি আছে। তোর বাপ্ আমার বিবাহের সময় এই অঙ্গুরী আমাকে দিয়েছিলেন—এতে তাঁর নাম লেখা আছে।

শ্রীমন্ত—মা, আমি আমার পিতার অনুসন্ধানে সাত-খানা বাণিজ্য তরণী নিয়ে ব্যবসার জন্য সিংহলে যাব। আমায় অনুমতি দাও মা! পিতৃহীনের জীবনে কি ফল মা।

(ছোকরার গান)

ক'রে স্থির মতি, জননী সম্প্রতি
দাও অনুমতি করোনা রোদন।
পিতৃ-অন্বেষণে যাব মা, সিংহলে,
আসিব গৃহেতে সাধ পূর্ণ হ'লে,
নতুবা এই হ'তে, বিদায় চরণেতে
পিতৃহীনের প্রাণে কিবা প্রয়োজন।

খুল্লনা—বাপ্, শ্রীমন্ত, তুই যে দুধের ছেলে, তোকে ছেড়ে কি ক'রে থাকবো বাপ্। আজ আমাকে কি দারুণ কথা শুনালি। মাতৃ-হত্যার এই মহামন্ত্র তুই কার কাছে শিখলি—

(ছোকরার গান)

যায়রে জীবন, জীবন-কুমার কি শোনালি!
একান্ত, প্রাণান্ত, করিলি শ্রীমন্ত,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হানিলি—
কি শোনালি।
মা বলার শেষ এই হলো কি—
ওরে হৃদ্-পিঞ্জরের পাখী, দিলিরে ফাঁকি—
মাতৃহত্যার মহামন্ত্র শ্রীমন্ত কোথায় শিখিলি—
কি শোনালি!

শ্রীমন্ত—মা, গুরু মহাশয় বলেছেন—পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ পিতাই সন্তানের তপ। আমি কোন বাধা মানবো না মা। সিংহলে যাবই।

খুল্লনা—জানি বাপ্—বণিক-সন্তানকে বাণিজ্য-যাত্রায় বাধা দেওয়া পাপ। যদি একান্তই যাবি, এই দুখিনী মায়ের একটা কথা মনে রাখিস্। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার নাম নিতে ভুলিস্ না। তোর পথের সম্বল এই দুর্গানাম তোকে দিলাম, আর আমার কিছু নাই যে তোর সঙ্গে দিব।

(জুড়ির গান)

যদি বাপ, যাবি সিংহলে—
তবে দুখিনী মায়ের কথা যেও না ভুলে।
পথের সম্বল তরে, কি সম্বল দিব তোরে,
সঙ্কটে রাখিতে কাতরে—
মনে রেখো এই মহামন্ত্ররে—
একান্ত অন্তরে, ডেকো শ্রীমন্তরে—
দুর্গমে ত্রাহি মাম্ দুর্গা বলে।

খুল্লনা—(স্বগত) মা দুর্গা মঙ্গলচণ্ডীরূপে আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন—ভাবিস্ না তোর বাণিজ্যতরী নাই। শ্রীমন্ত বাণিজ্য যাত্রা করবে। আমি হনুমানকে কাষ্ঠ সংগ্রহের ও বিশ্বকর্ম্মাকে তরী নির্ম্মাণের ভার দিয়েছি। সপ্ত তরী ঘাটে নিয়ে নাবিকগণ অপেক্ষা করবে। তুই শ্রীমন্তকে বাণিজ্য-যাত্রায় বাধা দিস্ না। (এই স্থানে নাট্যকার পূর্ব্ববঙ্গীয় মুসলমানদের নাবিকের ভূমিকা দিয়া তাহাদের ভাষায় পাঞ্চভৌতিক দেহকে তরণীর সহিত তুলনা করিয়া সারিগান রচনা করিয়া দিয়াছেন। মাঝি গাইতে গাইতে আসরে প্রবেশ করে—

(মাঝিদের দেহতত্ত্ব গান)

বাইরে! দুনিয়াতে এক আকবার আল্লা
রছুল নবীর নাও।
বাইরে! হ্যাকমতেতে বেনিয়েছে বাই,
আজগুবী এক লা!
জুড়্যা তাইর‍্যা পাচখান কাঠে
গড়ত্যাছে এক লা।
কোন্ আকবার আল্লা রছুল .....
বাইরে! দুইড্যা ললে ঢুকছে বাতাস
অইত্যাছে বাহির। (নাক)
লিজে রছুল হাল ধৈর‍্যা
গুণ কর্‌ত্যাছে জাহির।

লনের পাশে দুই দরজা
রয়্যাছে খোলা। (চক্ষু)
গাঙের পানী চিন্তা মাঝি
চালইত্যাছে লা।
কোন্ আকবার আল্লা রছুল নবীর নাও।

মাঝিরা—(ঝগড়া করিতে করিতে) বাইস্যা গ্যালো, বাইস্যা গ্যালো! টাইস্যা দর্! হালা মাঝিগিরি কর্‌বারে আইছিস্! হালা।

(অন্য মাঝি)—হালার পুত হালা! মাঝিগিরি করবারে আইছি, কি জান দিব্যারে আইছি! হালারে বৈঠ্যা পিট্যা না করমু।

৩য় মাঝি—হালা তুই অক্কলকে নাচাইয়া এহন কইছস্ মুই ছাইর‍্যা যামু। য়্যাতো গোসা লইয়্যা মাঝিগিরি চল্‌বে না! ম্যাজাজ ঠাণ্ডা করবার লাগে।

শ্রীমন্ত—কর্ণধারগণ! তোমরা যাত্রার প্রারম্ভেই নিজেদের মধ্যে মান অভিমানের কলহ কর তবে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হ'তে পারে। খোদার নাম নিয়ে তরণী খুলে দাও।

কর্ণধারগণ—বদর! বদর!!

(সোমেশ্বর নামক জনৈক সন্ন্যাসী অলক্ষ্যে)

সোমেশ্বর—সাধুনন্দন শ্রীমন্ত! পথিমধ্যে যদি কোনও অলৌকিক ঘটনা তোমার দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাহা মনে মনেই রাখিও, কাহারো নিকট প্রকাশ করিও না।

শ্রীমন্ত—একি! যাত্রাকালে, কে একথা বলিলেন। কালীদহে তরণী সব আসামাত্র

শ্রীমন্ত—কর্ণধারগণ হের! হের!! কি অপরূপ দৃশ্য! শতদল পদ্মে উপবিষ্টা কামিনী বাম করে এক করী ধরিয়া একবার গ্রাস করছে আবার উদ্‌গীরণ করছে!

(জুড়ির গান)

হের হের কর্ণধার!
কালীদহ জলে, শতদল দলে,
আহা কিবা অপরূপ রূপ চমৎকার।
বাম করে ধ'রে করী, উগারিছে গ্রাস করি,
কি ভয়ঙ্করী!
তরুণ অরুণ জিনি, তপ্ত কাঞ্চন-বরণী,
যেন স্থিরা সৌদামিনী, শতদলে করে বিহার।
কি শোভা যুগলপদ, যেন ফুল্ল কোকনদ,
জ্ঞান হয়, যেন ঐ পদ, চতুর্ব্বর্গ ফলের আধার!

অন্তরীক্ষে সোমেশ্বর—বিপদনাশিনী দুর্গা তাঁর মহিমা ও ভক্তের মহিমা প্রচারের জন্য কালীদহে কমলদলে গণেশকে বাম ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন করিয়া আছেন, সাগর হিল্লোলে যখন গণেশ অদৃশ্য হইতেছে তখন শ্রীমন্ত মনে করিতেছে—এইবার করীকে গ্রাস করিলেন। যখন আবার গণেশকে দেখা যাইতেছে—তখন মনে করিতেছে—এইবার করীকে উদ্গার করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে বহু ব্যবসায়ী সদাগর এই মূর্ত্তি দেখিয়া সিংহলরাজ শালিবাহনকে তাহা দেখাইতে না পারায় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রীমন্তের অদৃষ্টে কি আছে তাহা নরলোকে দেখিবে।

শ্রীমন্ত—কর্ণধারগণ! সিংহলের উপকূলে তরণী উপনীত হয়েছে। ডঙ্কাধ্বনি কর।

রাজদূত—আপনি কি কোন বণিক? ব্যবসার জন্য সিংহল পাটনে আগমন করিয়াছেন? আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বাণিজ্যার্থী বৈশ্যগণকে রাজসন্নিধানে লইয়া যাওয়া। চলুন।

(শ্রীমন্ত তরণী হইতে নামিয়া দূতের অনুগমন করিল)

শালিবাহনের রাজসভা

শ্রীমন্ত—মহারাজ! আমার সবিনয় অভিবাদন গ্রহণ করুন।

শালিবাহন—এত অল্প বয়সে তুমি স্ববৃত্তি বাণিজ্যার্থ সাগরযাত্রা করিতে সক্ষম হইয়াছ—দেখিয়া খুব আনন্দ হইল। পথিমধ্যে কোন অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়াছ কি?

শ্রীমন্ত—মহারাজ! আমার বাণিজ্য তরণী কালীদহ নামক স্থানে উপনীত হইলে দেখিলাম—এক অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না কামিনী শতদলকমলে উপবেশন করিয়া বাম হস্তে একটি করী ধরিয়া একবার গ্রাস করিতেছেন, একবার উদ্গীরণ করিতেছেন।

শালিবাহন—শোন বণিক-নন্দন! বহু ব্যবসায়ী সিংহলে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছে। তুমি তরুণ বয়স্কও নও, একটি সুকোমল শিশু। এ বয়সে মিথ্যা কথা বলিলে, প্রবঞ্চনা অপরাধে তোমাকে তাহাদের অপেক্ষা গুরুতম দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীমন্ত—যা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছি, মহারাজ তার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত করিয়া বলি নাই। যদি আমার কথা মিথ্যা হয় যে দণ্ড দিবেন, তাই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিব।

শালিবাহন—দেখ সাধুকুমার! যদ্যপি তুমি আমাকে কমলেকামিনী মূর্ত্তি দর্শন করাইতে পার, আমি ক্ষত্রিয়, আর তুমি বৈশ্য-সন্তান, আমি জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া সিংহল রাজ্যের অর্দ্ধাংশসহ আমার স্নেহের কন্যা সুশীলাকে তোমার করে অর্পণ করিব। আর যদি তোমার উক্তি মিথ্যা হয়, তবে দক্ষিণ মশানে তোমার শিরশ্ছেদন করা হইবে। চল আর বিলম্ব করিও না, সত্বর চল।

(জুড়ির গান)

চল, চল,—চল ত্বরিতে।
বিলম্ব কেন আর, সাজ সাধুকুমার,
কমলেকামিনী রূপ হেরিতে—
বাসনা থাকে মনে, অর্দ্ধ রাজ্য সনে,
সিংহলের সিংহাসনে সুখে রাজ্য করিতে।
যায় যাবে কুলমান, রাখিতে সত্যের মান,
করিব কন্যাদান তোমার করে—
হ'লে তব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, সংসার বাসনা সাঙ্গ,
শ্মশানে লুটাবে অঙ্গ, মশানে হবে মরিতে।

(সিংহলরাজসহ শ্রীমন্তের কালীদহে গমন)

[আগামী বারে সমাপ্তি]

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৪১ অন্য ডিঃ ট্রাষ্টি রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং আমানুতুল্লা দেওয়ান দাবি ২৪৷৵০ থানা সাগরদীঘি মৌজে নপাড়া ৪৪ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ২০১

প্রাপ্ত

—•—

৪ঠা মার্চ্চের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য-সম্পাদক অরুণ রায়ের "ছাত্রসমাজের কর্ত্তব্য" শীর্ষক পত্রখানির মৃদু প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করি। উহার সারমর্ম্ম (?) ১১ই মার্চ্চের ভারতীতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের কথা প্রকাশিত অংশটুকু আমার পত্রের সার মর্ম্ম নয়, বরং পত্রখানি উহা দ্বারা বিকৃত হইয়াছে। উহা সংশোধন করিবার জন্য 'ভারতী'র প্রধান সম্পাদককে পত্র প্রেরণ করি; কিন্তু ১৮ই মার্চ্চের পত্রিকা পাঠ করিয়া বুঝিলাম উনারা নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। অথবা, উনাদের ধারণা, উনাদের মত ব্যক্তির ভুল হওয়া অসম্ভব।

শ্রীরায়ের পত্রের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। অতি সাধারণভাবেই আমি উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। পত্রখানিতে লিখিয়াছিলাম—স্থানীয় ছাত্রগণের ধারণা ছিল সংস্কৃতি পরিষদের উক্ত সভা জ্ঞানী, প্রৌঢ়, এক কথায় 'বড়দের' সভা—ছাত্রদের সভা নয়। উদ্যোগী মহাশয়গণের ইচ্ছা ছিল না ছাত্রগণ উক্ত সভায় যোগদান করুক। উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছিলাম—শ্রীরায় যে কলেজের ছাত্র আহ্বায়ক মহাশয় সেই কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় কি উক্ত সভা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করার জন্য সাহিত্য সম্পাদককে কোন কথা বলিয়াছিলেন? ইহা হইতে কি বুঝিব? (সম্ভবতঃ সকলেই বুঝিবেন উক্ত সভায় ছাত্রদের উপস্থিতি আহ্বায়ক মহাশয় আন্তরিকভাবে চাহেন নাই।) উক্ত অংশের অর্থ করিলেন 'ভারতী'র সম্পাদকমণ্ডলী—কলেজের ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই, তজ্জন্যই ছাত্রগণ সভায় যোগদান করেন নাই। তাই নয় কি? কিন্তু "ভারতী" পত্রিকা মারফৎ অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল। উহাই সভায় যোগদানের পক্ষে যথেষ্ট আমন্ত্রণ নয় কি? কলেজের ছাত্রদের না হয় আমন্ত্রণ করা হয় নাই; কিন্তু স্কুলের ছাত্রদের? আসলে আমি ছাত্র শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলাম, উহা দ্বারা নিশ্চয়ই স্কুল এবং কলেজের ছাত্র বোঝায়। এখনো কি 'ভারতী'র সম্পাদকমণ্ডলী নিজেদের ভুল বোঝেন নাই?

সভায় না-যাওয়া সম্বন্ধে শ্রীরায়ের অভিযোগ অসত্য নয়। কিন্তু তিনি এক প্রকারের 'হৈ হুল্লোড়' মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া কারণ সম্পর্কে কোনরূপ অনুসন্ধান না করিয়াই পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি কারণটি পত্রিকা মারফৎ জানাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। উহার প্রতিবাদ করার কিছু নাই। তবে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম সেই অংশের যে অংশে শ্রীরায় লিখেছিলেন—তাঁরা (ছাত্ররা) কি সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে আছেন, না তাঁরা মনে করেন যে শুধু হৈ-হুল্লোড়ের মাঝেই সমাজের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?—নিঃসন্দেহে উহা অহেতুক অভিযোগ। কারণ, স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলি' ছাত্রদের উৎসাহে ও পরিশ্রমেই যথাযোগ্য রূপ ধারণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু "সারমর্ম্ম" অংশে বিজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলী আসল প্রতিবাদের স্থান দিলেন না। কিন্তু কেন? উহা কি অসাবধানতা? প্রথমে তাই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ত্রুটি সংশোধনের জন্য পত্র প্রেরণ করার পর উহা যখন স্বীকৃতিলাভ করিল না, তখন অন্য রকম মনে হইতেছে।

নিজেদের ত্রুটি স্বীকার না করার অপচেষ্টা 'ভারতী' সম্পাদকমণ্ডলীর এই প্রথম নয়। এক সময় 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি কবিতা সম্পর্কে পত্র লিখিয়াছিলাম। উহা প্রকাশ না করিয়া নিঃসন্দেহে উক্ত কবিতার লেখিকাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। উক্ত কবিতাটি ছিল—পদ্যাকারে রচিত রবীন্দ্রনাথের একখানি বিখ্যাত কবিতার সারাংশ—মর্ম্মার্থও বলা চলে।

ভারতী পত্রিকার বিশেষ দ্রষ্টব্য হইতেছে—সরকারী, আধা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংবাদাদি আমরা যথাসম্ভব প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া থাকি।—নিঃসন্দেহে ইহা ভাল কথা ও বড় কথা। কিন্তু কৌতুকের বিষয়, যাঁহারা এত বড় কথা বলেন, তাঁহারা নিজেদের ত্রুটি দেখাইয়া দিলেও প্রকাশ না করিয়া ধামাচাপা দিবার অপচেষ্টা করেন। "নির্দ্দলীয়" ট্রেডমার্কা লইয়া শুধু শুধু ভড়ংএর প্রয়োজন কি?

এক্ষণে একথা লেখা প্রয়োজন মনে করিতেছি—ছাত্রগণ অনেক পরে জানিয়াছেন কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিম্নস্বাক্ষরকারী সামান্য কয়েকদিন পূর্ব্বে জানিয়াছে, কলেজ বা স্কুলের ছাত্রগণকে লিখিতভাবে আমন্ত্রণ করা হয় নাই (পত্র লিখিবার সময় জানিতাম না) ইহাও জানিয়াছি উক্ত সংস্কৃতি পরিষদ ছাত্রদের জন্য নয়—উহা বড় মানুষদের বিষয়। ইতি—

জঙ্গীপুর,
১৯শে মার্চ্চ, ১৯৫৪

ভবদীয়—
অরুণকুমার দাশ।

মহকুমা শাসক

জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ, আই. এ. এস. মহোদয় মেদিনীপুর কাঁথি মহকুমার শাসক হইয়া গতকল্য নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে আগত শ্রীদিলীপকুমার গুহ আই. এ. এস. মহোদয়ের হস্তে জঙ্গিপুর মহকুমার শাসনভার অর্পণ করিয়া নূতন কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিয়াছেন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১২ই এপ্রিল ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৬ খাং ডিঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ দিং দেং সোনার্দ্দি সেখ দিং দাবি ২২৸৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাদিকোলা ৮ শতকের কাত নিজাংশে১৸০ আঃ ১০৲ খং ২২০, ২২২

৭ খাং ডিঃ ঐ দেং কেফাতুল্লা সেখ দিং দাবি ২০৸৯ মৌজাদি ঐ ১০ শতকের কাত নিজাংশে ১৷৬ আঃ ১০৲ খং ১৯৮, ২০২

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৯শে এপ্রিল ১৯৫৪

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৩০ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য্য দিং দেং নায়েবজান সেখ দিং দাবি ৫৩৸৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে গাঙ্গাড্ডা ৩-৬৬ শতকের কাত ৩৷৵০ আঃ ২০৲ খং ২৮৮ রায়ত স্থিতিবান।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, ব্যাঙ্ক, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:--

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।